47

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 MAY 1998
পৃঃ 7 কলাম 2

সন্ত্রাস ও ছাত্র রাজনীতি ঃ বিশিষ্টজনের ভাবনা

ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা গোটা ছাত্রসমাজকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে

এম এম রেজাউল করিম

'পাকিস্তানি ছাত্ররা মাঝ সপ্তাহে ছুটি করল'। কথাগুলো সারা ক্যাম্পাসে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। সময়টা ছিল ১৯৫৯ সালের শেষদিকে, স্থানটি ছিল আমেরিকার বোস্টন শহরের কাছেপিছে এবং ছাত্রাঙ্গন ছিল ফ্লেচার স্কুল অফ ল এন্ড ডিপ্লোমেসির। আমরা তিনজন সেই বছরে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে চলে আসি ফ্লেচারে, আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে পড়াশোনা করে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করতে। স্বনামধন্য ফ্লেচার স্কুল বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং আমরা সেখানেও পড়াশোনা করতাম।

আমাদের তিনজনের দোষ হয়েছিল এই যে, উইক এন্ড বা সপ্তাহ শেষের ছুটির দু'টি দিনের আগেই আমরা সন্ধ্যার সময় সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম বোস্টনে। আমেরিকান ছাত্ররা আশ্চর্য হলো; তাদের আশ্চর্যে আমরা হলাম আরো আশ্চর্য। কোন এক সন্ধ্যায় ছুটি করলে তো রামায়ণ অশুদ্ধ হয়ে যায় না। আসলে কারণটা এই যে, আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ভাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া এবং পড়াশোনা করা কষ্টকর ও ব্যয়বহুল। ছাত্ররা সপ্তাহের পাঁচ দিন খুব পড়াশোনা করে এবং বাকি ছুটির দু'দিন পড়াশোনা ছাড়া আর সবকিছুই করে। তাদের অনেককে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পড়াশোনা করতে হয় এবং পরবর্তীতে তারা চাকরি বা ব্যবসা করে সেই ঋণ পরিশোধ করে। তারা ছিল একনিষ্ঠ, নিষ্ঠাবান ছাত্রছাত্রী। তাই ছিল আমাদের অভিজ্ঞতা, অন্তত সেই সময়ে।

আমাদের এক সন্ধ্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এত টানাপোড়েন; কারণ প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি। ভীষণ বিব্রত বোধ করলাম। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ছাত্রদের পড়াশোনার ধরন একদম ভিন্ন। সারাবছর হেসে-খেলে বেড়িয়ে এসেছি, পড়াশোনা করেছি কম। শুধুমাত্র পরীক্ষার ক'মাস আগে খুব তোড়জোড় করে পড়া আর সবকিছু প্রায় ভুলে যাওয়ার মতোই। তাই আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মিল খাইয়ে চলতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে প্রথম প্রথম। তবে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার সেমিস্টার প্রথায় এবং ঘন ঘন পরীক্ষা নেয়ার জন্য ভাল ছাত্রদের পড়তে হয় প্রচুর এবং নিয়মিত।

ঘটনাটি বলার উদ্দেশ্য যে, এর থেকে আমরা একটা জিনিস শিখতে পেরেছি। সকলেই জানে যে, আমাদের মুরুব্বিরা সব সময়েই উপদেশ দিয়ে এসেছেন যে, পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা। তার সঙ্গে এখন জুড়তে হয় রাজনীতি করার সময় রাজনীতি, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তবে ব্যতিক্রম থাকতেই হবে। আমাদের অঞ্চলে, বিশেষ করে বাংলাদেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুবই বেশি। আমাদের ছাত্রদের অনেকেই বেশকিছু বছর ধরে, বিশেষ করে স্বাধীনতা লাভের পরে এক বিশেষ ধরনের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এসেছে। এ রাজনীতি আমাদের সময়কার ছাত্র রাজনীতির মতো নয়। এখানে আছে কর্তৃত্ব, সংঘাত, অস্ত্রের প্রতিযোগিতা এবং টাকা-পয়সার খেলা। তবে আগেই যেমন বলেছি, ব্যতিক্রম তো আছেই। তাই এখন সকলের মনে এক বিরাট প্রশ্ন -- এই ধরনের ছাত্র রাজনীতির কি প্রয়োজন? বর্তমানে আমাদের ছাত্র রাজনীতির অঙ্গনে এমন একটা হিংসা, প্রতিহিংসা ও শত্রুতার জন্ম নিয়েছে এবং রক্তপাত ঘটানো হয়েছে যার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে সকলের মনে এই প্রতিক্রিয়াই আসে যে, ছাত্র রাজনীতি এক জঘন্য, গর্হিত, ধ্বংসাত্মক ও নীতিবিগর্হিত কাজ। তাই সেটা অনুপযোগী, সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রকার রাজনীতি করলে ছাত্রদের মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষের মতো মানুষ হওয়া থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে। আবার অন্যদিকে দেখতে গেলে বলা যায়, আমাদের মতো বয়সীরা-আমরাও ছাত্রাবস্থায় রাজনীতি করেছি। স্কুলে থাকতে পাকিস্তান আন্দোলন করেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছি এবং পরে সরকারি কর্মরত অবস্থায় পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। সেজন্য ছাত্রদেরকে যদি এখন বলা হয়, তোমরা রাজনীতি করো না। তবে তারা সহজভাবেই জবাব দিতে পারে যে, আমরা যদি ছাত্রাবস্থায় রাজনীতি করতে পারি এবং তার জন্যে গর্ববোধ করতে পারি তবে তারা কেন করতে পারবে না? তারা যুক্তি বিশিষ্ট ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

বিশিষ্ট ঃ জনের ভাবনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিয়েই আমাকে দোষারোপ করতে পারে এই বলে যে, আমরা অন্যদেরকে যে উপদেশ দেই তা নিজেরাই অনুশীলন করিনি বিধায় আমাদের পক্ষে বর্তমান ছাত্রদেরকে নসিহত করা শোভা পায় না।

এর উত্তর দেয়া অবশ্য খুব কঠিন নয়। গত কয়েক দশকে আমাদের এই অঞ্চলে ছাত্র রাজনীতির প্রকৃতি ও ধারা কিছু বদলে গেছে। অনেক রাজনৈতিক কার্যক্রমের ছত্রছায়ায় ছাত্ররা অসাধু ও অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। দুঃখের বিষয়, এই কাজে উৎসাহ, সমর্থন ও সাহায্য যোগায় আমাদের অনেক রাজনীতিবিদ এবং কিছুসংখ্যক অন্য পেশাবলম্বী। ছাত্র এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক উভয়েই নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য একে অপরের সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা ও সম্পদ ব্যবহার করে আসছে। ব্যাপকভাবে লোকে বিশ্বাস করে যে, সমাজের এক বিরাট প্রভাব- প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠী যাদের মধ্যে রাজনীতিবিদরা প্রধান; তারা নির্মল, সরলমতি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের, এবং তাদের চেয়ে কম সরলমতি নেতাদের মানসিক অপরিপক্বতা ও বৈষয়িক অপ্রতুলতার সুযোগ নিয়ে থাকেন। এর বদলে ছাত্ররা পায় কিছু ক্ষমতা, কিছু মান, কিছু ঐশ্বর্য। ফলে বেদিতে বলিদান হয় পড়াশোনার, যা ছাত্রজীবনে সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য, তা হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রকৃতভাবে শিক্ষিত, সচেতন, বিবেকবান নাগরিক হতে আমরা আমাদের সমাজকে বঞ্চিত করছি। ভবিষ্যতে এই ধারা চলতে থাকলে আমাদের সমাজ ও জাতির যে সমূহ ক্ষতি হবে তা বলাইবাহুল্য। বিশ্বে যে সকল দেশ উন্নতি করেছে সে দেশের ছাত্রদেরকে তারা আদর্শ না হলেও সুষ্ঠু উপযোগী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আমাদেরকেও কি এই প্রচেষ্টা নেয়া উচিত না?

ছাত্ররা রাজনীতি, বিশেষ করে বর্তমান ধারার রাজনীতি করবে বা করবে না, এ বিষয়ে নানা আলোচনা, বিতর্ক অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। প্রায় সকলেরই ধারণা যে, এতে ছাত্রগোষ্ঠীর সমূহ ক্ষতি হয়েছে এবং এর যথাযথ পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যতে আরো ক্ষতি হবে। ছাত্রদের বাকি জীবনই পড়ে রয়েছে রাজনীতি বা অন্য যেকোন পেশা অবলম্বনের জন্য। তাই ছাত্রাবস্থায় তাদের যা করণীয় - পড়াশোনায় মনোযোগ দেয়া এবং অন্যকিছুতে কম মনোযোগ দেয়া, তা তাদের করা উচিত সমস্ত মন, সময় ও শক্তি দিয়ে। জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ লাভ এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারা যেন ন্যায় ও কর্মপরায়ণ নাগরিক হয়ে সমাজে তাদের কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে পারে। তাহলেই তারা নিজেদের, পরিবার-পরিজনের ও সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য সাধন করতে সক্ষম হবে- সবারই হবে উন্নতি, সবাই হবে সন্তুষ্ট।

ছাত্রদের অনেকে হয়তো তর্ক করতে পারে এবং করেও এই বলে যে, জাতির সংকটকালে অন্য নাগরিকের মতো তাদের উপরও কর্তব্য বর্তায়- স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন রক্ষার জন্য সংগ্রাম করা। তারা মনে করে এটা তাদের অনেকটা মৌলিক অধিকার। কিন্তু কে বিচার করবে জাতি এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে যে, ছাত্রগোষ্ঠীর সাহায্য অত্যাবশ্যক। ছাত্রদের মত এ ব্যাপারে অন্যদের সঙ্গে মিল না-ও থাকতে পারে। এটা বড় সমস্যা। এই সমস্যাটা এখন আরো বড় আকার ধারণ করেছে- বর্তমান শিক্ষকদের অনেকেই ছাত্র রাজনীতিতে আগ্রহ ও সম্পৃক্ত থাকার দরুন।

পরিশেষে, ছাত্ররা যারা সরাসরি এই ব্যাপারে সম্পৃক্ত, শুধু তাদের রায় নেয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। সমাজের অন্যদের মতামত হবে এর জন্য সঠিক, যথার্থ। এই প্রসঙ্গে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের চিন্তাধারা ও কালোপযোগী সারগর্ভ উপদেশ এখন সকলের বিবেচ্য বিষয়বস্তু।